গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি মন্ত্রণালয়
সায়রাত-২ শাখা
www.minland.gov.bd

স্মারক নম্বর-৩১.০০.০০০০.০৫১.৬৮.০১৪.১৫-৬৫

তারিখ: ১৪ চৈত্র ১৪২৫ বঙ্গাব্দ
২৮ মার্চ ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়: অবাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে বালু বা মাটি উত্তোলনের প্রস্তাব প্রেরণের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় বিষয়।

ভূমি-সংক্রান্ত নাগরিক সেবা আরও গতিশীল, স্বচ্ছ, দুর্নীতিমুক্ত এবং জনবান্ধবকরণের লক্ষ্যে ভূমি মন্ত্রণালয় নিরন্তর প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। ভূমি মন্ত্রণালয়ের পক্ষে জেলা ও উপজেলা প্রশাসন ভূমি ব্যবস্থাপনা এবং ভূমি-সংক্রান্ত নাগরিক সেবা প্রদান করে থাকে। জনগণের পক্ষে কোন সেবা প্রাপ্তির লক্ষ্যে ভূমি মন্ত্রণালয় হতে জারিকৃত সংশ্লিষ্ট আইন, বিধি-বিধান কোন কোন ক্ষেত্রে জানা সম্ভব নহে। এ কারণে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, অবাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে বালু বা মাটি উত্তোলনের অনুমতি প্রদান সংক্রান্তে ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রেরিত প্রস্তাবের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধি-বিধান অনুযায়ী অত্যাবশকীয় কাগজপত্রাদি এবং তথ্য থাকে না। এ রকম অসম্পূর্ণ ও অপর্যাপ্ত তথ্যসহ প্রস্তাব বিবেচনা করার সুযোগ নেই। ফলে অনেক ক্ষেত্রে একাধিকবার তথ্য চাওয়ার প্রয়োজন হয়। এতে দ্রুত সেবা প্রদান বিলম্বিত হয়, যা মোটেই কাম্য নয়।

২। উপর্যুক্ত প্রেক্ষাপটে, বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০ অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত চেকলিস্ট অনুসরণপূর্বক অবাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে বালু বা মাটি উত্তোলনের প্রস্তাব প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হ'ল:

(ক) চুক্তিবদ্ধ ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের আবেদন;
(খ) প্রকল্পটি সরকারি কিনা এবং প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় বালু/মাটির পরিমাণ সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা;
(গ) সংশ্লিষ্ট সার্ভেয়ার, সহকারী কমিশনার (ভূমি), অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) ও জেলা প্রশাসকের নামযুক্ত সীল ও স্বাক্ষরসহ বালু ও মাটি উত্তোলনের জন্য প্রস্তাবিত স্থানের নকশা ০২ (দুই) কপি প্রেরণ;
(ঘ)প্রস্তাবিত প্রকল্প ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে বালু ব্যবহার না করা এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত বালু/মাটি উত্তোলন করা হবে না মর্মে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ৩০০/- (তিনশত) টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে অঙ্গীকারনামা প্রদান;
(ঙ) বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০- এর ৪ ধারার বিধান মোতাবেক নিম্নবর্ণিত তথ্যাদির স্বপক্ষে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রত্যয়ন: বালু/মাটি উত্তোলনের জন্য প্রস্তাবিত এলাকা পরিবেশ সংরক্ষণ আইন,১৯৯৫- এর অধীন প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা হিসাবে ঘোষিত কি-না তৎমর্মে মতামত; বালু/মাটি উত্তোলনের জন্য প্রস্তাবিত স্থানের ১ কি.মি.-এর মধ্যে কোন সেতু, কালভার্ট, ড্যাম, ব্যারেজ, বাঁধ, সড়ক, মহাসড়ক, বন, রেললাইন ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সরকারি ও বেসরকারি স্থাপনা বা আবাসিক এলাকা রয়েছে কি-না তৎসম্পর্কে সুস্পষ্ট মতামত; বালু/মাটি উত্তোলন বা বিপণনের উদ্দেশ্যে ড্রেজিংয়ের ফলে কোন নদীর তীর ভাঙ্গনের শিকার হবে কি-না; ড্রেজিংয়ের ফলে কোন স্থানে স্থাপিত কোন গ্যাস-লাইন, বিদ্যুৎ-লাইন, পয়:নিষ্কাশন-লাইন বা অন্য কোন গুরুত্বপূর্ণ লাইন বা তদসংশ্লিষ্ট স্থাপনা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে কি-না; প্রস্তাবিত এলাকা বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এর আওতাধীন উক্ত বোর্ড কর্তৃক চিহ্নিত সেচ, পানি নিষ্কাশন, বন্যা নিয়ন্ত্রণ বা নদীভাঙ্গন রোধকল্পে নির্মিত অবকাঠামো সংলগ্ন কি-না; নদীর ভূ-প্রাকৃতিক পরিবেশ,মৎস্য, জলজ প্রাণি বা উদ্ভিদ বিনষ্ট হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে কি-না; বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০- এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার কর্তৃক, সময় সময়, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্ধারিত নিষিদ্ধ ঘোষিত এলাকা কি-না; চা বাগান, পাহাড় বা টিলা, ফসলী জমি ক্ষতি হতে পারে কি-না; বালু ও মাটি উত্তোলনের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের ডিপিপিতে অর্থ বরাদ্দের সংস্থান আছে কি-না; বরাদ্দ থাকলে তা ভূমি মন্ত্রণালয়কে ৩০০/- (তিনশত) টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে হস্তান্তরের অঙ্গীকারনামা; বালু ও মাটি উত্তোলনের জন্য প্রস্তাবিত স্থানসমূহের Institute of water Modeling (IWM) ও অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সম্পাদিত জরিপ কাজের প্রতিবেদন ও তার ফলাফল সম্পর্কিত তথ্যাদি;
(চ) বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০-এর ৫ ধারা অনুযায়ী নদীর তলদেশ হতে মাটি বা বালু উত্তোলনের ক্ষেত্রে যথাযথ ঢাল সংরক্ষণ সাপেক্ষে সুইং করে নদীর তলদেশ সুষম ভাবে খনন করা যায় এরূপ ড্রেজার ব্যবহার করত: বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে মাটি/ বালু উত্তোলন করবে মর্মে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ৩০০/- (তিনশত) টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে অঙ্গীকারনামা প্রদান।

(মোঃ তাজুল ইসলাম মিয়া)
উপসচিব
ফোন: ৯৫৪০৫৩৪

জেলা প্রশাসক
----------(সকল)।